AUG 05 2002

এটিই প্রকৃত ছাত্ররাজনীতি

রাজীব সরকার

ছাত্ররাজনীতির এক চরম দুঃসময় চলছে। অভিভাবক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী মহল থেকে যেভাবে ছাত্ররাজনীতিবিরোধী বক্তব্য এসেছে সেটি এক দশক আগেও কল্পনা করা ছিল অসম্ভব। বর্তমানে ছাত্র সংগঠনগুলো ছাড়া আর কেউ ছাত্র রাজনীতি সমর্থন করে না বললেই চলে। শিক্ষাঙ্গনে যাবতীয় অপকর্ম যেমন টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, খুন, ধর্ষণ, জখম, অপহরণ এসবকিছুরই দায় গিয়ে পড়েছে ছাত্ররাজনীতির ঘাড়ে। সম্প্রতি সনি হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে বুয়েটে ছাত্ররাজনীতির ওপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, এর মধ্য দিয়ে ছাত্ররাজনীতিবিরোধী ধারাটিই বেগবান হয়েছে। সরকারি উদ্যোগও নেয়া হচ্ছে এ ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার জন্য। এ বিপন্ন সময়ে ছাত্ররাজনীতির প্রকৃত পরিচয় উন্মোচন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী।

২৪শে জুলাই ঘটে গেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর বিক্ষোভ মিছিল প্রকম্পিত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে। পেটোয়া পুলিশ বাহিনীর লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ কোন কিছুই রুখতে পারেনি প্রতিবাদমুখর ছাত্রছাত্রীদের। এতদিন ক্যাম্পাসে দেখা গেছে নির্দিষ্ট ছাত্র সংগঠনের মিছিল। সে মিছিলের অবয়ব প্রায়ই ছিল সংকীর্ণ। অথচ সেদিনের মিছিল ছিল একেবারেই ব্যতিক্রমধর্মী। দর্শকসারি থেকে উঠে গিয়েও মিছিলে অংশগ্রহণ করেছে সাধারণ ছাত্রছাত্রী। লাইব্রেরি, শ্রেণীকক্ষ, হলগুলো থেকে দলে দলে যোগ দিয়েছে তারা। এমনকি যে ছাত্রদের কখনো শ্রেণীকক্ষ, অধ্যাপকের কক্ষ, লাইব্রেরির বাইরে দেখা যায়নি, তাঁরাও মিছিলে অংশগ্রহণ করেছে। এরপর থেকে গত কয়েকদিন ধরে শত বাধা, প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা যে বিপুলভাবে প্রতিবাদমুখর হয়েছে, তার তুলনা শুধু '৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গেই চলে।

এক ঘৃণ্যতম ঘটনা ঘটেছিল ২৩শে জুলাই মধ্যরাতে শামসুন্নাহার হলে। কতিপয় অছাত্র ছাত্রদল নেত্রী ও হাউস টিউটররা মিলে তালা মেরে দিয়েছিল হলের প্রভোষ্ট ড. সুলতানা শফির কক্ষে। তারা অপসারণ চেয়েছিল প্রভোষ্টের। এ অপচেষ্টার প্রতিবাদ করেছিল হলের সাধারণ ছাত্রীরা। কোন ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যাদের সম্পৃক্ততা নেই। এ ছাত্রীদের শায়েস্তা করতে ভিসি ও প্রক্টরের মদদে, ছাত্রদলের নেত্রীদের নির্দেশনা অনুযায়ী পুলিশের পুরুষ সদস্যরা মেয়েদের বিভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করেছে। তাদের পিটিয়েছে, পোশাক ছিঁড়েছে, অশ্লীল ইঙ্গিত করেছে, শরীরের বিভিন্ন স্থানে হাত দিয়েছে। মেয়েদের বাথরুম থেকে পর্যন্ত ধরে এনেছে বীরপুঙ্গব পুলিশ বাহিনী। নিগৃহীতা ছাত্রীরা অশ্রুসিক্ত বর্ণনা দিয়েছে পুলিশের এ নারকীয় তাণ্ডবের। 'এই তো ছুঁয়ে দিলাম, দেখবো কি করে বিয়ে হয়'— এ ধরনের চরম ধিক্কারজনক উক্তিও করেছে পুলিশ। নির্যাতিতা এক ছাত্রী বলেছে, ধর্ষণ ছাড়া আর সব ধরনের শারীরিক লাঞ্ছনাই তাদের সহ্য করতে হয়েছে। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধাবী মেয়েদের এ জাতীয় নির্যাতন করেছে অষ্টম শ্রেণী পাস পুলিশ— এটি কোন দেশে ঘটতে পারে, তা ভাবতেও প্রচণ্ড কল্পনা প্রতিভার প্রয়োজন, যদি সে দেশটি হয় কোন সভ্য দেশ।

না, এ দেশটি আর সভ্য দেশের কাতারে নেই। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড কিংবা দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ— কোন মহিমা দিয়েই ঢেকে দেয়া যাবে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ কলঙ্কের চিহ্নকে। এ ঘৃণ্য ঘটনার দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন অভিভাবকতুল্য (?) উপাচার্য ও প্রক্টর। সামান্যতম আত্মসম্মানবোধ থাকলে ঘটনার পরদিনই তারা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতেন। জানি না, তারা পদত্যাগ করবেন না সরকার তাদের অপসারণ করবে। তবে এ দুটোর কোনটি না হওয়া পর্যন্ত যে ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ অব্যাহত থাকবে, সেটি নিশ্চিত করেই বলা যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে জঘন্য বর্বরতার প্রতিবাদে যারা মুখর হয়েছে, তারা কোন ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মী নয়, তারা সাধারণ ছাত্রছাত্রী। তারা কোন রাজনৈতিক দলের আনুগত্য স্বীকারের জন্য মিছিলে যায়নি, গেছে বিবেকের তাগিদ থেকে। এরা ছাত্র রাজনীতি করে না; কিন্তু দেখিয়েছে ছাত্ররাজনীতি কাকে বলে? একটি বর্বরোচিত ঘটনার যথার্থ প্রতিবাদ, তার বিরুদ্ধে পুলিশের হামলা, এ হামলার প্রতিবাদেও সে ঘটনার নায়কদের শাস্তির দাবিতে ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ— এটিকে ছাত্ররাজনীতি ছাড়া আর কি বলা যায়? এটিই তো প্রকৃত ছাত্ররাজনীতি। প্রত্যেকটি বিবেকবান মানুষ উপলব্ধি করছেন, এ ছাত্রছাত্রীরা যেসব দাবি পূরণের জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করে যাচ্ছে— তার কোনটিই অযৌক্তিক নয়; বরং সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আন্তরিক সমর্থন পেয়ে দিনে দিনে এ আন্দোলন বেগবান হয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের সংগঠিত হওয়া, শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন— এসব তো ছাত্ররাজনীতির সে গৌরবময় ইতিহাসকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

আজ যারা ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার উদ্যোগ নিচ্ছে, তাদের দুরভিসন্ধি কারও অজানা নেই। শিক্ষাঙ্গনে যাবতীয় সন্ত্রাস এবং অপরাধ নিশ্চিহ্ন করার জন্য সরকারের সদিচ্ছাই যথেষ্ট। মূল রাজনৈতিক দলগুলো যদি কঠোর হস্তে নিজেদের ছাত্র সংগঠনগুলো নিয়ন্ত্রণ করে, তবেই সম্ভব ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখা। এ কাজটি না করে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে যেকোন অন্যায়, অপকর্মের বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীদের সংগঠিত হতে না দেয়া, ক্ষমতাসীন দল যেন বিনা প্রতিবাদে তাদের অপকর্ম চালিয়ে যেতে পারে, সে পথটি নিশ্চিত করা; কিন্তু বাংলার ছাত্র আন্দোলনের ধমনীতে যে প্রতিবাদী রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, সে রক্তধারাকে রুদ্ধ করবে কে?

ছাত্ররাজনীতির এ ক্রান্তিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী দিকনির্দেশকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। নিয়মতান্ত্রিক ছাত্ররাজনীতির অসারতা বহু আগেই প্রমাণিত হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের যাবতীয় দায় চাপানো হয়েছে ছাত্ররাজনীতির ওপর; কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে ছাত্ররাজনীতি কি, ছাত্ররাজনীতি কেমন হওয়া উচিত? এ স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন তথা ছাত্ররাজনীতিকে কখনোই নিষিদ্ধ করা যাবে না— সে টিকে থাকবে তার নৈতিকতার জোরেই।